মুজিবনগরে মসজিদের দখলকৃত খাস জমির একমালিকানা হস্তক্ষেপ ঠেকাতে মানববন্ধন

মেহেরপুরের মুজিবনগরে ৬০ বছর ধরে মসজিদের কাজে ব্যাবহিত খাস জমির উপর একমালিকানা হস্তক্ষেপ ঠেকাতে মানববন্ধন করেছে গৌরীনগর দক্ষিনপাড়া জামে মসজিদ কমিটি ও মুসল্লীগণ।

আজ বৃহস্পতিবার বেলা ১২ টার দিকে মুজিবনগর উপজেলা পরিষদের সামনে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

এ সময় তার বলেন,মসজিদের সাথে একটি ডোবা খাস জমি ৬০ বছর ধরে মসজিদ কমিটি মসজিদের কাজে ব্যাবহার করে আসছে।
বর্তমানে গ্রামের আমিরুল ইসলামের ছেলে সামাদুল এবং আনারুল ইসলামের ছেলে সুমন নামের দুইজন মিটিকে জোর পূর্বক দখল করার চেষ্টা করছে।

মসজিদ কমিটির সভাপতি বলেন, মসজিদের সাথে একটি ডোবা খাস জমি ৬০ বছর ধরে মসজিদ কমিটি মসজিদের কাজর ব্যাবহার করে আসছে। তবে জমিটি বর্তমানে মসজিদের পশ্চিম পাশের সামাদুল ও সুমন নামের দুইজন জমিটিকে জোর পূর্বক দখল করার চেষ্টা করছে।

তাই জমিটির দখল ঠেকাতে এবং জমিটি মসজিদের নামে আইন অনুযায়ী লিজ দেয়ার জন্য আমরা উপজেলা প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আজকে মানববন্ধন করছি। মানববন্ধনে মসজিদ কমিটির সদস্য এবং শত শত মুসুল্লী অংশ নেয়।

এ বিষয়ে মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বলেন, মানববন্ধনের পরে উভয়পক্ষ আমার কাছে এসেছিলেন। উভয়পক্ষের আমিন ও সরকারি আমিন দিয়ে মেপে মিমাংসা করার বিষয়ে উভয়পক্ষ মত দিয়েছেন।

গাংনীতে অবাধে চলছে কৃষি জমির মাটি কাটার মহোৎসব

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় অবৈধভাবে এক্সকাভেটর (ভেকু) মেশিন ব্যবহার করে আবাদি ফসলি জমির মাটি কাটার মহোৎসব চলছে। ‎দিনের আলোতে ও রাতের আঁধারে নির্বিঘ্নে চললেও বিষয়টি দেখেও যেন নির্বিকার উপজেলা প্রশাসন।

‎অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, গাংনী উপজেলার হাড়িয়াদহ গ্রামের আব্দুল ওহাব নামের এক কৃষক গ্রামে প্রবেশপথের মেইন সড়কের পাশে আবাদি জমি থেকে মাটি কেটে বিক্রি করছেন।

‎‎একইভাবে ইকুড়ি গ্রামের প্রধান সড়কের পাশে ড্যাঙ্গার মাঠে খেপু ও ফারুক নামের দুই ব্যক্তি আওয়ামী লীগের দলীয় ক্ষমতার প্রভাব খাটিয়ে দীর্ঘদিন ধরে ইটভাটাসহ বিভিন্ন স্থানে মাটি বিক্রি করে আসছেন।

‎‎এছাড়াও উপজেলার দুর্লভপুর, নলডাঙা, মালশাদহ, গোপালনগর মাঠসহ বিভিন্ন এলাকায় অবৈধভাবে মাটি কাটা চলছে। কেউ দিনে প্রকাশ্যে, আবার অনেকে রাতের আঁধারে গোপনে মাটি কাটছেন।

‎‎সবচেয়ে বড় আকারে মাটি কাটার কর্মযজ্ঞ চালাচ্ছেন উপজেলার রাইপুর ইউনিয়নের চাঁদপুর গ্রামের মৃত রহিম বক্স মণ্ডলের ছেলে মাটি ব্যবসায়ী আরশেদ আলী। তিনি দীর্ঘদিন ধরে এক্সকাভেটর মেশিন দিয়ে আবাদি ফসলি জমির মাটি কেটে ইটভাটাসহ উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় বিক্রি করে আসছেন।

‎‎স্থানীয়দের অভিযোগ, আরশেদ আলী আওয়ামী লীগের একজন সক্রিয় নেতা এবং আওয়ামী লীগের এক প্রভাবশালী নেতার আত্মীয় হওয়ায় দীর্ঘ এক যুগ ধরে এই অবৈধ মাটির ব্যবসা করলেও আজ পর্যন্ত উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে তার বিরুদ্ধে কোনো কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

‎‎আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর দিনের বেলায় মাটি কাটা কিছুটা বন্ধ রাখলেও তিনি প্রতিদিন রাতের আঁধারে মাটি কেটে ইটভাটায় বিক্রি করছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। মাটি বহনকারী ট্রাক ও ট্রলির বিকট শব্দে রাতভর এলাকার মানুষ শান্তিতে ঘুমাতে পারছেন না।

‎‎গত সোমবার রাত আনুমানিক ১১টার দিকে হাটবোয়ালিয়া সড়কের মালশাদহ ও গোপালনগর নামক স্থানে সড়কের ওপর এক ড্রাম কাদামাটি পড়ে যান চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। এতে চরম দুর্ভোগে পড়েন পথচারী ও যানবাহন চালকরা।

‎‎পরে খবর পেয়ে গাংনী থানা পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে স্থানীয়দের সহযোগিতায় সড়ক থেকে কাদামাটি অপসারণ করে যান চলাচল স্বাভাবিক করেন।

‎‎এ বিষয়ে গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আনোয়ার হোসেনের সাথে মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি ফোন ধরেনি।

‎‎স্থানীয় সচেতন মহল দ্রুত অবৈধ মাটি কাটা বন্ধে প্রশাসনের কার্যকর হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

আলমডাঙ্গা পৌরসভার পাশে অবৈধ বিল্ডিং নির্মাণে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ, কাজ বন্ধ

আলমডাঙ্গা পৌরসভার পাশে অবৈধ নির্মাণাধীন বিল্ডিং তৈরির অভিযোগ উঠেছে। প্রশাসনের দ্রুত হস্তক্ষেপে কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। মৃত রফিক খাঁনের ছেলে হেলান উদ্দিনের বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে তিনি পৌর নির্মাণ আইন ও বিল্ডিং কোড অমান্য করে রাস্তার উপর বিল্ডিংয়ের ছাদ নির্মাণ করছিলেন।
বিষয়টি পৌর প্রশাসক ও আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার শেখ মেহেদী ইসলামের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি তাৎক্ষণিক ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে কাজ বন্ধ করে দেন।
তিনি বলেন, আশা করছি, এমন পরিস্থিতি এড়াতে এখন থেকে কেউ আর বিল্ডিং কোড ও পৌর নির্মাণ আইন অমান্য করবে না।
আলমডাঙ্গা নাগরিক কমিটির সদস্য সচিব হাবিব করিম চঞ্চল বলেন, পৌর প্রশাসকের নেতৃত্বে আলমডাঙ্গা পৌরসভা সকল দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট রয়েছে। নাগরিকের সহযোগিতা পেলে আশা করছি অচিরেই পৌরসভা আমাদের

কাঙ্ক্ষিত শহর উপহার দিতে পারবে।
এছাড়া উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও পৌর প্রশাসক নির্দেশ দিয়েছেন অবৈধ স্থাপনা ভেঙে নিতে এবং নতুন এস্টিমেট পাশ করিয়ে বিল্ডিং নির্মাণের কাজ শুরু করার জন্য।

দামুড়হুদা পেট্রোল পাম্পে পাওনাদারদের অবস্থান; সেনাবাহিনী ও পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি শান্ত

দামুড়হুদায় সেনাবাহিনী ও পুলিশের হস্তক্ষেপে দীর্ঘ ২ বছরেরও বেশী সময়ের সমস্যা নিরসন করা হয়েছে। ভুক্তভোগীদের অভিযোগ পেয়ে আজ শুক্রবার দুপুর ৩টার দিকে সেনাবাহিনীর একটি দল ও দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি আলমগীর কবির এর মধ্যস্থতাই সমস্যার সমাধান হয়।

জানাগেছে, দুই বছরেরও বেশি সময় ধরে দামুড়হুদা উপজেলা সদরের দশমী পাড়ার আনসার আলীর ছেলে সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ শরিফুল আলম, আব্দুল মান্নান এর ছেলে মোঃ সেলিম উদ্দিন, আবুল হোসেন এর ছেলে মোঃ মজিবর রহমান এবং ঝিনাইদাহ জেলার শৈলকূপা থানা অন্তর্গত সমিরুদ্দিন বিশ্বাস এর ছেলে মোঃ আব্দুল খালেক দামুড়হুদা ফিলিং স্টেশনের স্বত্বাধিকারী মোঃ শাহজাহান আলীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করে এই মর্মে যে, দামুড়হুদা ফিলিং স্টেশনটি শরিফুল আলম লিজ নেয়। কিন্তু শরিফুল আলম এ ব্যবসা না বোঝার কারনে শাহজাহান বলে আমি ব্যবসা করে দিচ্ছি, তোমরা মুলধন দিয়ে ব্যবসা চালু করে দাও। সে মোতাবেক ভুক্তভোগী চারজনের কাছ থেকে বিভিন্ন কৌশলে পাম্প মালিক শাহজাহান প্রায় দেড় কোটি টাকা হাতিয়ে নেয়। প্রাপ্ত টাকার পরিমান শরিফুল আলম ৬০ লক্ষ, আব্দুল খালেক ২৯ লক্ষ, সেলিম উদ্দিন দামুড়হুদা ফিলিং স্টেশনের জমির অর্ধেক অংশের মালিক, মজিবর রহমান ৪৫ লক্ষ। এতো টাকা ইনভেস্ট করে ব্যবসা ভালোই চলে কিন্তু

শাহজাহান ব্যবসার কোন লভ্যাংশ কাউকে দেয়না। এক শাহজাহান এর কারনে চার জনই আর্থিক সমস্যায় পড়েন। এক পর্যায়ে পাওনাদাররা টাকা ফেরত চাইলে শাহজাহান বিভিন্ন ভাবে ঘোরাতে থাকে।

পাওনাদার তাদের টাকা দেয়ার জন্য আজ শুক্রবার সকাল থেকে পাম্পের অবস্থান নেয়। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবনতি হওয়ার আসংখ্যা হতে পারে। এমন সংবাদ পেয়ে সেখানে দামুড়হুদা থানা পুলিশ ও সেনাবাহিনী উপস্থিত হয়। পরে উভয় পক্ষের অভিযোগ পর্যালোচনা করে আগামী ৩১ অক্টোবর উল্লেখিত টাকা পরিশোধ করার অঙ্গীকার করে লিখিত দেয় পাম্প মালিক শাহজাহান। অন্যথায় শাহাজাহান তার দামুড়হুদা ফিলিং স্টেশন (তেল পাম্প) মোঃ শরিফুল আলম কে দিয়ে দেবে মর্মে অঙ্গিকার করে রেহায় পায়।

দামুড়হুদায় বনবিভাগের গাছ চুরি করে কর্তন, ভূমি অফিসারের হস্তক্ষেপে উদ্ধার

টানা চার দিনের বৃষ্টিতে দামুড়হুদা উপজেলার জয়রামপুর কাঁঠাতলা নামক স্থান থেকে ৩০ টি ইপিলিপি গাছ রাতের আধারে কেটে নিয়ে যায় কে বা কাহারা।

আজ বুধবার বেলা ১২ টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলা সহকারি কমিশনার (ভুমি) কে এইচ তাসফিকুর রহমান এর হস্তক্ষেপে সকল গাছ উদ্ধার করে উপজেলা বনবিভাগের কর্মকর্তা রজব আলির নিকট হস্তান্তর করা হয়।

জানাগেছে, দামুড়হুদা উপজেলার জয়রামপুর কাঁঠালতলায় সরকারি পরিত্যাক্ত জমিতে বন বিভাগের উদ্যোগে গাছ লাগানো হয়েছিল। টানা ৪ দিনের বৃষ্টিতে কে বা কাহারা রাতের আধারে ইপিলিপি গাছ কেটে নিয়ে যায়। পরে জয়রামপুর সড়ক জনপদের সভাপতি শামসুল আলম গাছ কাটার খবর পেয়ে তল্লাশি চালিয়ে গাছগুলি উদ্ধার করেন।

বন বিভাগের গাছ কে বা কাহারা চুরি করে কেটেছে এমন খবর পেয়ে

দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি কে এইচ তাসফিকুর রহমান ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। ঘটনাস্থলে গিয়ে তিনি যাচাই-বাছাই করে এগুলো বন বিভাগের গাছ সত্যতা মিললে পরে তিনি গাছগুলি উদ্ধার করে দামুড়হুদা উপজেলা বন বিভাগের কর্মকর্তা রজব আলী মোল্লা’র নিকট হস্তান্তর করেন এবং লিখিত নেন।

দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি কে এইচ তাসফিকুর রহমান বলেন, রাস্তার ধারে লাগানো গাছ কে বা কারা চুরি করে কেটে নিয়ে যায়। পরে আমি ঘটনস্থলে গিয়ে চুরি হওয়া গাছ গুলো উদ্ধার করা হয়। গাছগুলি বন বিভাগের হওয়ায়, কারো কোন অভিযোগ না থাকায় বন বিভাগের নিকট গাছগুলি হস্তান্তর করা হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের সচিব নাঈম উদ্দিন, হাউলী ইউনিয়ন ভূমি কর্মকর্তা রকিবুল ইসলাম, বিএনপি, যুবদল স্বেচ্ছাসেবক দল, ও ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

কোটচাঁদপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার হস্তক্ষেপে বন্ধ হলো বাল্যবিয়ে

কোটচাঁদপুরে বাল্যবিবাহ বন্ধে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালিত হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এ অভিযান চালান উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট উছেন মে।

সংশ্লিষ্ট সুত্রে জানা যায়,কোটচাঁদপুর উপজেলার এলাঙ্গী গ্রামের আফসার আলী মন্ডলের আফসানা মিমি (টিয়া)। সে এলাঙ্গী মফেজ উদ্দিন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর ছাত্রী। টিয়ার বয়স ১৫ বছর ৫ মাস হলেও বৃহস্পতিবার তাঁর বিয়ের আয়োজন করন অভিভাবকরা। খবর পেয়ে কোটচাঁদপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট উছেন মে।

এ সময় আফসানা মিমি টিয়ার ভাই ফয়সাল হোসেনকে ২০ হাজার টাকা

জরিমানা করেন তিনি। জরিমানার সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা শিলা বেগম। টিয়া কোটচাঁদপুর উপজেলার এলাঙ্গী গ্রামের আফসার আলী মন্ডলের মেয়ে।